দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ JUL 12 2006
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

রাজধানী ও জেলায় বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের বিক্ষোভ সমাবেশ

ধর্মঘট অব্যাহত থাকলে আলোচনা কিভাবে সম্ভব ঃ শিক্ষামন্ত্রী

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

রাজপথে শিক্ষকদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। বেসরকারি স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসা ক্লাস-পরীক্ষা সব কিছু বন্ধ। বছরের এই সময়ে সাধারণতঃ বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে থাকে। কিন্তু ধর্মঘটের কারণে কিছুই হচ্ছে না। অপরদিকে শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। শিক্ষকদের ধর্মঘটের ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক বলেছেন, ধর্মঘট অব্যাহত রেখে আলোচনা কিভাবে সম্ভব। গতকাল মঙ্গলবার ধর্মঘটের ৬ষ্ঠ দিন অতিবাহিত হয়েছে। শিক্ষকরা চাকরি জাতীয়করণসহ বিভিন্ন দাবিতে ধর্মঘট পালন করে আসছেন।

গতকাল শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক তার বাসায় সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে ঢাকার বাইরে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করার ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলেন, শিক্ষকদের সাথে বসে আলোচনা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো। শতকরা ১০০ ভাগ বেতন ও ১০ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে শিক্ষক-কর্মচারি ঐক্যজোট মঙ্গলবার দেশের সকল জেলা সদর এবং রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। জোটের সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়ার নেতৃত্বে শিক্ষক-কর্মচারিরা সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে শিক্ষা ভবন যেতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশের বাধায় শিক্ষক-কর্মচারিরা দোয়েল চত্বরের সামনে সমাবেশ করে।

রাজধানী ও জেলায়

(২০শ পৃঃ পর)

সভাপতিত্বে সমাবেশে অধ্যক্ষ সেলিম ভূইয়া, মাওলানা এম এ লতিফ, কাজী মুজিবুর রহমান, মাহবুবুর রহমান মোল্লা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে জোটের নেতৃবৃন্দ বলেন, দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষকরা ঘরে ফিরবে না।

ঐক্যজোট আগামীকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সকল জেলা সদরে এবং ঢাকায় জিরো পয়েন্ট থেকে প্রেসক্লাব পর্যন্ত মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করবে। এছাড়া ১৪ থেকে ২০ জুলাই বিভাগীয় মহাসমাবেশ এবং ২৩ জুলাই মুক্তাঙ্গনে মহা অবস্থান ধর্মঘট পালন করবে।

অবস্থান কর্মসূচি স্থগিত

ঐক্যজোট ঘোষিত আজ বুধবার ভিকারুননেসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের সামনে অবস্থান কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে। শিক্ষক-কর্মচারি ঐক্যজোটের (অপর অংশ) এক জরুরি সভা জোটের সভাপতি প্রফেসর এম শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবিরাম ধর্মঘট পালন করায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানানো হয়। এছাড়া সভায় ১৩ জুলাই লক্ষীবাজারস্থ টিচার্স টাওয়ারে সকাল সাড়ে ১০টায় ঢাকা মহানগর শিক্ষক-কর্মচারি ঐক্যজোট সংগ্রাম কমিটি গঠন এবং বিক্ষোভ মিছিল, ১৬ জুলাই বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে মতবিনিময় এবং ১৭ জুলাই সংবাদ সম্মেলন ও দাবি আদায়ের জন্য নতুন কর্মসূচি ঘোষণার সিদ্ধান্ত হয়।